পেপসি কোক, ইরাক ও শ্রীমতী প্রমীলা

মৌসুমী মান্না

‘যথো ধর্ম তথা জয়’, নাকি—যথা জয় তথা ন্যায়? এই আখ্যানিকার আরম্ভ সেপ্টেম্বর এগারো, ২০০২। শুরুও শু থাকে। সেই শুতে চলে যাওয়া যেতে পারে। যেমন ধরা যাক পার্ল হারবারে বোমা পড়ার দিন। কিন্তু ডিম না মুরগী কে আগে এই প্রশ্ন সবসময়েই আরও আগে... আরও আগে... আরও আগে...যাওয়া যেতে পারে। উত্তরে (দ্বৈত অর্থে) যেতে যেতে মহাভারতের যুগে পৌঁছে যাচ্ছিলেন শ্রীমতী প্রমীলা। হয়ত শরদিন্দুর মাহরণের কালেও যেতেন, কিন্তু হ্যারি পটারের ব ান্ধবী হারমিয়োনের সময়ের কালে পিছিয়ে যাওয়ায় সোনার চেন এর বেশি লম্বা হল না।

না। ইনি সেই মহাভারতের প্রমীলা নন। এই প্রমীলা (ভাববাদী নন) ভাবনাবাদী। সুমন চাটুজ্জে (অধুনা কবীর) ‘তোমাকে ভাবাবই ভাবাব’ গান গেয়ে গেয়ে বলার অনেক আগে থেকেই ইনি ভেবে চলেছেন। ওঁর ভাবনার বিষয় বিচিত্র। কখনও কখনও যার প্রকাশ দেখা গেছে পত্র-পত্রিকায়। কিন্তু মোটের ওপর উনি মূলত ভেবে থাকেন। প্রমীলা সাম্প্রতিক চলতি হাওয়ার পন্থী হয়ে ‘দুনিয়া ডট কম’-এ যোগ দিয়েছেন। ইন্টারনেটের চ্যাটবাক্সোয় গিয়ে উনি থেকে থেকেই একে ওকে চাটেন (অনাভিধানিক অর্থে)। চ্যাট-এর দৌলতে ওঁর আলাপ হয় মিসেস ক্যাথরিন জনসনের সাথে। রমলার মতো কূট তর্ক করার অভ্যেস নেই ক্যাথরিনের। প্রায় সব বিষয়েই প্রমীলার সাথে মতের মিল হয় তাঁর। স্বামীর অতিরিক্ত খরচের হাত, মেয়ের বয়ফ্রেণ্ডের এক কানে দুল, ছেলে এত জোরে গান ছাড়ে যে ছুটির দিনে বা ড়ি থাকাই দায়—এরকম সব বিষয়েই। কিন্তু এগারো সেপ্টেম্বরের পরে কেমন যেন তাল কেটে গেল।

নিউইয়র্কবাসী অদেখা বান্ধবীর আশঙ্কায় উৎকণ্ঠায় বেশ কদিন পরিচিত চ্যাট মে ঢুকে অপেক্ষা করেছিলেন। কিন্তু ক্যাথরিন এলেন না। যতদিনে আবার ধরতে প ারলেন ততদিনে ওসামা মশা মারতে কাবুল কান্দাহারের কন্দরে কন্দরে কামান দাগার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছেন জুনিয়র বুশ। প্রমীলা বিশ্বাণিজ্য কেন্দ্রে মানব-বাহী বিমান হানা মানতে পারেন নি। কিন্তু আফগানিস্থানে বোমা-বাহী বিমান হানাও মানতে পারলেন না। প্রাথমিক উচ্ছাস, কুশল সম্ভাষণ মিটে গেলে যুদ্ধের প্রসঙ্গ এল। তখনই দেখা গেল সেই ভয়ঙ্কর ফাটলটা!

‘‘How could you support terrorism Pramela? I saw the towers tumbling down. I.. we had been spending sleepless nights ever since. Half of our folk are suffering from trauma, psychic disorder’’ ক্যাথরিনের ফন্ট সাইজ বড় হয়ে গেল।

‘‘But think about the children, the innocent people who would get killed. They are not terrorists. How could you support the war Catherine?’’ ßlËõ±ËëÇ ›¶÷ïù±õþ ý±î ßÒ±ó¿åù¼

‘‘This war is for justice, for democracy, for end of terrorism. When you fight against the evil you have to make some sacrifice.’’ ক্যাথরিন এবার বোল্ড টাইপ ব্যবহার করেছেন।

‘‘Look who’s talking! Who bred terrorism? Who bred Osama? Don’t you remember Nagasaki?’’ প্রমীলা পিছু হঠতে রাজি নন।

‘‘Okay, okay. I know how it is. Everything American is bad. We are the only bad people in the world.’’ ক্যাথরিনের আবেগ টের পাওয়া যাচ্ছিল।

প্রমীলা ম থেকে সাইন আউট করলেন। তাঁর তর্ক করতে ভাল লাগছিল না। মুহূর্তে কত কিছু বদলে যায়। নিজের ছাদে ঢিল না পড়লে ভূতের অস্তিত্ব নিয়ে কেই ব া মাথা ঘামায়। ওরা এখন গণতন্ত্রের বুলি ধরেছে। যেন শুধু ওরাই মানুষ, আর কেউ নয়। প্রমীলার ভাবনার স্রোত হঠাৎ থমকে গেল। ওরা-আমরা...এসব কি ভ াবছেন উনি। উনি না বিশ্বানবতার পূজারী! ওরা কে? আমেরিকান। আর আমরা? প্রমীলা অনেকক্ষণ ভাবলেন। তিনি কোন্‌তর, ‘আমরা’ শ্রেণীগত? অবশ্যই মুসলমান নন। কেননা যখনই আফগানিস্থানের কথা ভাবছেন মনে হচ্ছে আহারে ওদের কত বিপদ! কই মনে তো হচ্ছে না আমাদের কত বিপদ। আচ্ছা আমেরিক ানদের বিপরীতে দাঁড়িয়ে তিনি কি এশিয়ান? ধ্যুস! আমেরিকান মানে কি কোনও মহাদেশীয় আইডেনটিটি? আর তাছাড়া এশিয়ান হতে গেলে তাঁকে চীনা, জাপা নি, কোরিয়ান ইত্যাদি সবার সাথে একাত্মবোধ করতে হয়। তিনি ওদের কথা তেমন জানেনই না। জাপানিরা সুন্দর সুন্দর রঙীন ছাতা, পাখা আর রঙীন কিমোনোয় ফুটফুটে। ক্যালেন্ডারে দেখেছেন, আর দেখেছেন ‘লাভ ইন টোকিও’ সিনেমাটায়। ছোটবেলায় শুনেছিলেন আরশোলা ভাজা নাকি সুখে খায় চীনারা। সত্যিই কি খ ায়? সত্যিকারের চীনাম্যান কি কালী ব্যানার্জীর মত একটু সামনে ঝুঁকে হাঁটে নীল আকাশের নীচে? এশিয়ান হতে গেলে কি আরবি ফারসি জানতেই হয়? রাজা র ামমোহন রায় জানতেন। প্রমীলা জানেননা। না, এশিয়ান হওয়া অত সোজা নয়। তার চেয়ে তিনি ভারতীয় বলাই ভাল। সে তো অবশ্যই। তাহলে দাঁড়াল এই যে ক্যাথরিন আমেরিকান ‘ওরা’, আর তিনি ভারতীয় ‘আমরা’। ওরা যুদ্ধের পক্ষে, আমরা বিপক্ষে। কিন্তু ভারত সরকার তো বিরোধিতা করছে না। সন্ত্রাসবাদ দমনে আমেরিকান হাত শক্ত করতে হবে, নইলে সব ননী খেয়ে নেবে পাকিস্তান। হঠাৎই প্রমীলার মাথায় ঝিলিক দিয়ে গেল। তাইতো! এটা যে কেন এতক্ষণ ভাবেননি।

তিনি নারী। হ্যাঁ, তিনি নারী। শান্তির পূজারী। সৃষ্টির আধার। তাই তিনি ধবংস নয়, শান্তি চান। হঠাৎ মনিটরের পেছন থেকে কে যেন হাস্কি গলায় হাসল। প্রমীলা চমকে তাকালেন। আলুলায়িত মুক্তকেশী, তন্বী, শ্যামা, শিখর-দশনা। খুব ভাল করে অনেকক্ষণ তাকালে যেন রূপা গাঙ্গুলীর আদল আসে, নাকি অনেকটা যেন মল্লিকা সারাভাই, কিংবা শাঁওলী মিত্র। প্রমীলা চিনতে পারলেন। পাণ্ডবপ্রিয়া, দ্রুপদদুহিতা, যাজ্ঞসেনী পাঞ্চালী।
'শান্তির পূজারী নারী?
কোন নারী?
কোন শান্তি চেয়েছিল? কারা?
আমি তো চাইনি শান্তি।
একবস্ত্রা রজস্বলা
পাঁচ পাঁচ জননী তবু শুন্যক্রোড়!'
'না, দেখুন দ্রৌপদী ঠাকুমা', প্রমীলা থমকে গেলেন। ঠাকুমা বলাটা কি ঠিক হচ্ছে? বড় ঠাকুমাও নয়। ঠিক যে কত ঠাকুমা পিছনে হচ্ছে কিভাবে হিসেব করবেন? যাইহোক, সময় নষ্ট করে লাভ নেই। সম্বোধনটা বাদ থাক।
'দেখুন, আপনি কেবলমাত্র আপনার ব্যক্তিগত প্রতিহিংসার কথা ভেবেছেন। এটা কি ঠিক ছিল? উত্তরার কথা ভাবুন। বেচারী কচি বিধবা। এরকম কত জন। আপনার যুদ্ধ থামানোর চেষ্টা করা উচিত ছিল। রাগ করবেন না, সত্যি বলতে কি আপনি তো রীতিমত প্ররোচনামূলক কথাবার্তা বলেছেন। বেণী বাঁধবেন না—এটা তো ব্ল্যাকমেইল। ধন কীচকের সাথে লড়তে গিয়ে ভীমসেন যদি মারা পড়তেন?'
'অবোধ বালিকে
কি বা বোঝ তুমি!
সম্ভ্রম, সম্মান, লজ্জা!
কখনও রক্তাক্ত প্রাঙ্গণে খুঁজেছ কি সন্তানের শব?
দ্বাদশ বৎসর পেয়েছ কি বনবাস যাতনা?
যুদ্ধ চাই, যুদ্ধ চাই, দুষ্টের দমন।'
দ্রৌপদীর কণ্ঠস্বর ফেড হয়ে গেল। বোধহয় উইংসের আড়াল দিয়ে সাজঘরে চলে গেলেন। প্রমীলা আবার ভাবতে থাকলেন।
খুব বেশিদিন কিন্তু ভাবনায় বিভোর হয়ে থাকা গেল না। ওসামাকে খুঁজে পাওয়া যায় নি। কামানেরা ফিরে এসেছে। মাত্র কয়েকমাস। প্রমীলা সকালে খবরের কাগজ খুলে একদিন চমকে উঠলেন। আমেরিকা আবার যুদ্ধ করবে। বসেরা থেকে বাগদাদ—গোলাপের নয়, বোমার কার্পেট বিছিয়ে দেবে। এবার লক্ষ্য সাদ্দাম। আর এক দুষ্ট। যুদ্ধ হবে। যুদ্ধ, অর্থাৎ, দুষ্টের দমন। দুষ্ট কে? দুর্যোধন, ওসামা, সাদ্দাম। কে ঠিক করে দিল? বিশিষ্টগণ। যেমন কৃষ্ণ, ব্লেয়ার, বুশ। অন্যায় করছে কারা? দুষ্টরা। যেমন দুর্যোধন, ওসামা, সাদ্দাম। আর জরাসন্ধ, একলব্য ইত্যাদিরা—ন্যায় না অন্যায়? প্রমীলা কার পক্ষে?
'তোমার মত আমার এত কিন্তু ছিলনা বাছা। আমি বেছে নিতে ভুল করিনি। যথো ধর্ম, তথা জয়!' প্রমীলা তাকানোর প্রয়োজন বোধ করলেন না। তিনি জানেন কে বলছে। গান্ধারী, আর এক যুদ্ধ থামানোর চেষ্টা না করা নারী। কেননা যুদ্ধ নয়, ধর্মযুদ্ধ, ন্যায়ের যুদ্ধ। যে জয়ী হবে, সেই ন্যায় করেছে বলে প্রমাণিত হবে। যেমন কৃষ্ণ, ব্লেয়ার, বুশ। যে পরাজিত, সে অন্যায়কারী। যেমন দুর্যোধন, ওসামা, সাদ্দাম। আর জরাসন্ধ, একলব্য? আলি ইসমাইল আববাস? যাকে বোমায় উড়ে যাওয়া হাতের বদলে নকল হাত, আর ঝলসানো শরীরে নতুন চামড়া দেওয়ার উদ্দমে পথে নেমেছেন হলিউড তারকারা। সে কোন দলে ছিল? ন্যায় না অন্যায়?

ক্যাথরিনের সাথে প্রমীলার ভাব হয়ে গিয়েছিল। দোলের দিন। বুশ ইরাক আক্রমণ করবেনই। কারও কথা শুনছেন না। প্রমীলা তারই আঙুলে ই-মেইলটা একবার চেক করে নিচ্ছিলেন। ক্যাথরিন জনসন নাম দেখে চোখ আটকে গেল। আইডিয়াটা তিনিই একবার দিয়েছিলেন।
''This is war without provocation. He has right to take innocent lives'' ক্যাথরিন লিখেছেন। প্রমীলার ভাল লেগেছিল। দেরিতে হলেও ক্যাথরিন তো বুঝেছে। সেও তো নারী। সন্তানের মা। সে যুদ্ধ চায়না। শুধু ঐ প্রোভোকেশন শব্দটায় একটু খটকা লাগছে। Does provocation justify retaliation? তাহলে কি এই দাঁড়ায় যে আফগান যুদ্ধ ন্যায় ছিল—কেননা তার আগে এগারোই সেপ্টেম্বরের provocation ছিল। আর ইরাক যুদ্ধ অন্যায়, কেননা কোনও provocation নেই। আমেরিকা সারা পৃথিবীর তেল লুঠে নিতে চায়। ওদের যে অনেক গাড়ি। আমাদের মতো 'To Sit 36+1' বাসে বাদুড়ঝোলা হয়ে তো আর যেতে হয়না। ওহোহো! সেই আবার ওরা আর আমরা। না, তিনি এরকম ভাববেন না। ক্যাথরিন নারী, তিনিও নারী। ক্যাথরিন যুদ্ধ চায়না। তিনিও চান না।
'নারী না সেমিনরি?' রমলার তির্যক মন্তব্যে প্রমীলার চিন্তাজাল ছিঁড়ে গেল। রমলা যে কখন ঘরে ঢুকেছেন তিনি খেয়াল করেন নি। হাতের চামড়ার ব্যাগটা সোফায় ছুঁড়ে ফেলে রমলা সেই হাড় জ্বালানো হাসিটা হাসলেন। 'ঠাণ্ডা অডিটোরিয়ামের পোডিয়ামে দাঁড়িয়ে যতই ভাষণ দাও, আর রোদ্দুর পড়লে সন্ধেবেলা, মোমবাতি জ্বালিয়ে শান্তি মিছিল কর, তোমাদের আমার জানা আছে, রমলা বললেন। প্রমীলা মন দিয়ে শুনলেন। রমলার 'তোমাদের' শব্দটা কানে বাজল। তার মানে রমলা অন্যতর কোনও শ্রেণী। প্রমীলার থেকে আলাদা। সিমোন দ্য বোঁভা যখন বলছেন সমাজ নারীকে other করে রেখেছে তখন সেটা বেশ বোঝা যায়। সেই other এর further শ্রেণীবিভাগও তিনি বুঝতে পারছেন। ভূগোল আছে, গায়ের রং, জাতি, ধর্ম, আর্থিক অবস্থা। প্রমীলা এসব কিছুই জানেন। অথচ তিনি আর রমলা এক ভাষা, এক দেশ। এক স্কুলে ক্লাসে পড়েছেন। জীবনযাপনের ধরনও প্রায় এক। তবুও একজন other, অন্যজন another।

ঠিক আছে, ঠিক আছে। কিন্তু ইস্যুভিত্তিক একাত্মীকরণ কি অসম্ভব? যেমন যুদ্ধটা কেউই চাইছেনা। কিংবা বলা ভাল যে অনেক মানুষ যুদ্ধ চাইছে না। যারা যুদ্ধবিরোধী তারা একদলে। যারা যুদ্ধের পক্ষে তারা অন্য। প্রতিবাদ তো করতেই হবে। বুশ জাতিপুঞ্জের কথা শুনছেন না, আর এইসব পোস্টার মিছিল পাত্তা দেবেন? তাই বলে মিছিল হবে না? মোমবাতি জ্বালিয়ে মিছিল করলে কি হয়? সবই তো প্রতীকী। যুদ্ধের প্রতিবাদে কেউ গান লিখছে, কেউ ছবি আঁকছে—এসবই কি মূল্যহীন? রমলার সিনিক টিপ্পনী প্রমীলার মোটেও ভাল লাগল না। রমলার context-এ তিনি other হয়েই থাকতে চান। তবে কিনা একটু আগে নিজেই একটা লিঙ্গ নিরপেক্ষ শব্দ ভেবে ফেলেছেন। নারী-পুষ নয়, মানুষ। যুদ্ধবিরোধী মানুষ। এখানে নারী-পুষ ভেদ করার কোনও প্রয়োজন আছে? বোধহয় আছেই। প্রমীলার মনে পড়ে গেল একটা রিপোর্ট দেখেছিলেন—women are more vulnerable than men in any conflict situation¼ qñÅ ýïÉ± òûþ¼ Îõþó¼ ò±õþÏËQõþ äõþ÷ Õó÷±ò¼ âËõþõþ Îð±Ëõþõþ ñ±òîù± ÎïËß

ðÓËõþõþ &æõþ±é å±¿hËûþ ¿õ«›¶±/Ëí¼

প্রমীলা ভাবনায় আর থই পাচ্ছেন না। একবার মনে হচ্ছে কূলে ভিড়লেন বুঝি। আবার ছিটকে যাচ্ছেন অতলে। না, চাঁদিতে একটু হাওয়া লাগানো যাক। কম্পিউটার ছেড়ে এবার প্রমীলা পথে। মার্চ মাসেই বেশ গরম বোধ হচ্ছে। পাড়ার মোড়ের পানের দোকানে দাঁড়িয়ে কোক কিনতে গিয়ে প্রমীলা আবার থমকে গেলেন। ব্রিটিশ-আমেরিকান দ্রব্য বর্জনের ডাক দিয়েছে কবি-সাংবাদিক-এ্যাক্টিভিস্ট বন্ধুরা। মেটিয়াবুজে একটা সভাতেও তিনি গিয়েছেন। দ্রব্য বর্জন প্রথম পদক্ষেপ। ইরাকের যুদ্ধ কি ঝিায়িত পুঁজিবাদী নয়া ঔপনিবেশিকতার আগ্রাসন নয়? না, প্রমীলা কোক বা পেপসি খাবেন না। অবশ্য কেউ কেউ বলছে বহুজাতিক পুঁজি মানে তো আর শুধু ব্রিটিশ বা আমেরিকান পুঁজি নয়, যুদ্ধের প্রতিবাদ তো সারা ইউরোপ করছে। কত বড়লোক দেশ করছে। জাপান অবশ্য করছে না। কিন্তু ওদের তো এখন আমেরিকাকে চটালে চলবে না। জাপানের যে অস্ত্র রাখারই অনুমতি নেই। কিন্তু ইরাকের কাছেই বা কি অস্ত্র আছে! ঐ কেমিক্যাল বোমা টোমা, ঘটনা নাকি রটনা?

প্রমীলা মোড় ছাড়িয়ে হনহন করে হাঁটতে লাগলেন। অক্ষম রাগে মাথার ভেতরটা জ্বলছে। কারও কথা শুনবে না ওরা। যেখানে ইচ্ছে বোমা ফেলছে। হাসপাতালেও বোমা ফেলেছে। ওদের বাড়ীর ছাদে বোমা পড়লে কি হত? বেশ হয়েছে ওদের ট্রেড সেন্টার ধবংস হয়েছে। ওহোহো! প্রমীলা গাড়ীর ধাক্কা খেতে খেতে বেঁচে গেলেন। কী ভাবছিলেন তিনি। কিসব প্রতিক্রিয়াশীল কথাবার্তা। প্রমীলা গুটিয়ে গেলেন। না। এবার ফেরা যাক। কালকে একটা মিছিল আছে। তারপর স্ট্রীট কর্নার। কালকেই করতে হবে। কারণ পরশু ওয়ার্ল্ড কাপে ইন্ডিয়ার খেলা আছে। মিছিলে মিটিংয়ে লোক হবে না। যদি 'ইণ্ডিয়া ওয়ার্ল্ড কাপ জেতে!' জয়ই আসল। সেই সারকথা বলছে মহাভারতের দুর্যোধন। বলছে একশো কোটি মানুষ যারা ওয়ান ডে টুর্নামেন্টে সবাই আমরা হয়ে যায়।

'ওরা' এবং 'আমরা'। কখনও একদিকে, কখনও মুখোমুখি। কখনও পেপসি বনাম কোক। কখনও ইরান বনাম ইরাক এবং আমেরিকা। কখনও ইরাক বনাম আমেরিকা। প্রমীলা এবং রমলা বনাম ক্যাথরিন। অথবা প্রমীলা এবং ক্যাথরিন বনাম রমলা। ইরাকের যুদ্ধটা আসলে কিসের জন্য? কেমিক্যাল অস্ত্র? তেলের পুঁজি? সাদ্দামের স্বৈরাচার? বুশের জনপ্রিয়তা পরবর্তী নির্বাচনে জয়ের হাতছানি? আমেরিকান গণতন্ত্র? ধর্ম? ন্যায়? নাকি শুধু জয়?

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com